স্বাধীনতা বনাম যথেচ্ছাচার

"স্বাধীনতা" শব্দটির মধ্যেই নিহিত আছে স্বাধীনতার মূল অর্থ। স্ব-অধীনতা, অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি, আত্মচেতনা, আত্মবিবেকের কাছে দায়বদ্ধতা তথা আত্ম-জবাবদিহিতার অর্থই স্বাধীনতা। আমি কী চিন্তা করছি, আমার চেতনার কাছে আমি কী সন্ধান করছি, আমার বিবেক আমার কর্মকে স্বীকৃতি দেয় কি-না, এই বোধ জাগ্রত হলে এবং এই আত্মজ্ঞানকে সামনে রেখে আমি যদি আমার বিবেকের কাছে স্বচ্ছ থাকি, তবেই আমি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করতে পারি। এই বোধকে জাগ্রত করতে সক্ষম হলে এবং এর সুফল জনগণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র বিস্তৃত করতে পারলেই আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে বলে ধরে নিতে পারবো। অন্যথায় স্বাধীনতা কেবলই একটি অবাস্তব কল্পনা ও সোনার হরিণ হয়েই চির বিরাজমান থাকবে আমাদের মানসিকতায়।

আমাদের প্রায় সকলেরই সম্ভবতঃ একটা বদ্ধমূল ধারনা আছে যে " যা ইচ্ছা তাই করার নামই স্বাধীনতা"। তাই হয়তো আমরা এই ধারনার বশবর্তী হয়ে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াচ্ছি নির্বিবাদে। তোয়াক্কা করি না কারও। খুঁটির জোর আর বাহু-শক্তির দাপটে ধরা কে সরা জ্ঞান করে মনের খেয়াল-খুশি মতো ভেঙে-চুরে ফেলছি নিয়ম নীতি, আইন-কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখাতে দ্বিধা করছিনা একটুও। যথেচ্ছাচারের পাগলা ঘোড়া ছুটছে তার মর্জি মতো, স্বাধীনতার লাগাম নাই কারো হাতেই। ছুটতে ছুটতে বল্গাহীন ঘোড়া আমাদের কোন রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে পরোয়া করছিনা আমরা কেউ।

আসলে, "যা ইচ্ছা তাই করা" র অর্থ যে যথেচ্ছাচার, কোনমতেই সেটা স্বাধীনতা নয়, এই কথাটা আমরা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইনা, হয়তো মানতেও চাইনা। এই যথেচ্ছাচারের ধাক্কায় যে মুখ থুবড়ে পড়ছে আমাদের সমস্ত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, এই সত্যটাকে যতো মিথ্যে বুলি আর ধোঁকা দিয়ে লুকাতে চাইছি সবার কাছ থেকে। যথেচ্ছাচারীদের কবলে পড়ে ধ্বংস হচ্ছে আমাদের মূল্যবোধ, সমাজের আনাচে কানাচে গড়ে উঠছে অনাচার আর দুর্নীতির পাহাড়। আজ এই যথেচ্ছাচারীরে হাতে জিম্মি হয়ে উঠছে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ, যারা বিত্ত বৈভবের কাঙাল নয়, সামান্য দু'মুঠো ভাত আর আব্রু ঢাকার জন্য অতি সাধারণ আচ্ছাদন পেলেই যারা খুশি। এই অনাচারের ছোবলে দাপ্তরিক অফিস থেকে শুরু করে রাষ্টযন্ত্র ও সমাজের সর্বত্র দুর্নীতির বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে ব্যাপকভাবে, কোনভাবেই এই অভিশাপকে মুছে ফেলা যাচ্ছেনা ইদানীং। যথেচ্ছাচারের কাধে ভর করেই সন্ত্রাসও থাবা বিস্তার করছে সর্বত্র, শান্তি নামক দুর্লভ কপোত ওড়েনা এদেশের নীলিমায়।

এই যথেচ্ছাচারের প্রভাব যে কতোদূর তার শিকড় ছড়িয়েছে তার সঠিক হিসাব বের করা সম্ভবতঃ আর কোনদিন হয়ে উঠবেনা। এই অভিশাপ অতীতে একসময় দেশটিকে তলাহীন ঝুড়িতে আখ্যায়িত করেছিল, বর্তমানে বছরের পর বছর দুর্নীতিতে আমাদের পরিণত করেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানে। এই কালিমালিপ্ত শীর্ষস্থান থেকে অবতরণের কোন পথ আজ অবধি কেউ সঠিক দেখাতে পারছেন না। বিদেশে যখন কেউ আমাকে গৌরবদীপ্ত আমাদের মুক্তি সংগ্রামের কথা বলেন, গর্বে আমার বুক উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই কেউ আমাদের যথেচ্ছাচারের ফলাফল নিয়ে মন্তব্য করেন, লজ্জায় আমার মাথা নত হয়ে থাকে আত্ম-ধিক্কারে। জবাব দেবার মতো কোনও শব্দ খুঁজে পাইনা শত চেষ্টাতেও। ভাবতে খুবই কষ্ট হয়, যে আমরা মাত্র ন'টি মাসেই উড়ে এসে জুড়ে বসা তস্করের হাত থেকে মুক্ত করেছিলাম দেশকে, সেই আমরাই কী করে স্বাধীনতার সর্বাঙ্গে ল্যাপ্‌টে দিচ্ছি দগদগে কুৎসিত কালিমা। নস্যাৎ করে দিচ্ছি আমাদের মহান উদ্দেশ্যের সমস্ত গৌরব।

আজকাল ঘুষ নামক চর্চা না জানা থাকলে ফাইল নড়েনা প্রায় সব অফিসেই, মামা চাচা না থাকলে চাকুরী জোটেনা শত যোগ্যতা থাকলেও। সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এই একই অরাজক অবস্থা বিরাজ করছে। কোন ভাবেই রেহাই নাই সহজ সরল পথে চলা মানুষদের। বাজারে নিত্যদিন পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে বাড়ছে হুহু করে, কারও মাথা ব্যাথা দেখা যায় না সেজন্য। সমস্ত উপযোগগুলো ক্রমে ক্রমেই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের। হাতে গোনা কতিপয় প্রসন্ন-ভাগ্য মানুষের হাতে জমছে বিত্ত, সংখ্যাগুরু মানুষের ভাগ্যে সে-ই "নুন আনতে পান্তা ফুরায়" অবস্থা বদল হয়নি কোনদিনই। সৌভাগ্যবানরা যেন নিজেদের গন্ডির বাইরে অন্য কাউকে আজকাল মানুষ বলে ভাবেনা। মনুষ্যত্ববোধের কিঞ্চিৎ যদি আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকতো, তবে হয়তো আমরা এই দুঃসহ অবস্থা কাটিয়ে স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল ঘরে তুলে আনতে পারতাম। যথেচ্ছাচারের মহোৎসবকে রুখে দাঁড়াতে পারতাম স্বাধীনতার শুভ চেতনায়। আজ কঠিন সময়

এসেছে নিজেদের সংহত করার, নিজেদের দোষ-ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করার। যথেচ্ছাচারের মতলবী সংজ্ঞা ত্যাগ করে স্বাধীনতার প্রকৃত আদর্শকে মনেপ্রাণে আঁকড়ে ধরার।

আমার জন্মেরও অনেক অনেক আগে, মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে, অসীম সাহসে আমার ভাইয়েরা বোনেরা অস্ত্র হাতে ঝাপিয়ে পড়েছিল এই দেশের মুক্তি সংগ্রামে। জাতি ধর্ম বয়স নির্বিশেষে অকুতোভয়ে অই সব সংশপ্তকেরা ভয়ংকর শত্রুর মোকাবেলা করেছে রণক্ষেত্রে, অনেক রক্ত ও ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে ছিনিয়ে এনেছে লাল-সবুজে আঁকা আমার দেশের পতাকা, আমাদের প্রতীক, আমাদের নির্দিষ্ট পরিচিতি। বিজয়োল্লাসে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি তুলেছে সব মানুষের সমান মর্যাদার আশ্বাসবাণী শুনিয়ে, বৈষম্য আর আত্মীয়-পোষণের সমাপ্তির অঙ্গীকার দিয়েছে জাতিকে। ঘোষণা করেছে, সম্পদের সুষ্ঠু বিতরণ ও অন্যায় জুলুমের ইতি। জ্ঞান হবার পর ইতিহাস পড়েছি, নানা তথ্য সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখেছি ইতিহাসের সাথে, মুক্তি-সংগ্রামের সেই গৌরবোজ্জ্বল আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটেছে কি-না আদৌ। জানতে চেয়েছি ঘটমান চালচিত্রে স্বাধীনতার প্রতিফলন। পত্রিকার পাতায় যে সব সংবাদ পড়ি নিত্যদিন, কিছুতেই মিলাতে পারিনা আমার মনের গভীরে শ্রদ্ধায় জ্বলে থাকা স্বাধীনতার মহান চেতনার সাথে। আমার কেবলই মনে হয়, স্বাধীনতা নামক দুর্লভ রত্নটিকে আমরা চিনতেই পারিনি আদপেই, তাই হয়তো আমরা স্বাধীনতা আর যথেচ্ছাচারকে গুলিয়ে ফেলেছি এক ভেবে, অথবা যথেচ্ছাচারকে মর্যাদা দিয়েছি স্বাধীনতারও উপরে। অথবা এমনও হতে পারে যে, মুক্তি সংগ্রামের বিরোধী ছিল যারা, অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে তারা ক্রমে ক্রমে আমাদের মানসিকতায় এনেছে অনিষ্টকর প্রভাব, যার ফলে আমরা পথ-ভ্রষ্ট হয়ে পা বাড়াচ্ছি একটা ধ্বংসের দিকে।

সংবিধানে সুনির্দিষ্ট আছে দেশের প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকারের কথা, সকলের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা। এই নাগরিক সংজ্ঞায় দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক সংখ্যক নারীও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাস্তবে আমরা ঠিক উল্টো চিত্রই দেখি অহরহ। এদেশের নারীরা নাগরিকের সংজ্ঞায় পড়েন কি-না, খুবই সন্দেহ হয় ইদানীং।

জন্মের আগেই দুর্ভাগ্যজনক ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায় অনেক কন্যা শিশুর ভাগ্য। ভ্রূণ অবস্থায় গর্ভপাত করিয়ে পৃথিবীর আলো দেখতে দেয়া হয়না অসংখ্য কন্যা শিশুকেই। ঘুনে-ধরা এদেশের মানসিকতায় আজও মেয়েদের হয়তো মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয়না। তাই মাতৃ-গর্ভেই কন্যা শিশুর হত্যাকে খুব একটা গুরুত্ব কেউ দিচ্ছে বলে তেমনটা চোখে পড়েনা। কয়েকদিন আগে পত্রিকায় পড়েছি যে ভিয়েতনামে সভ্যতার এই শতকেও মেয়েদের কোনও সামাজিক স্বীকৃতি নাই, তাদের মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয়না সেদেশের সংস্কৃতিতে। এদেশেও যে মেয়েদের তেমনটিই মনে করা হয় এটা অস্বীকার করার কোনও উপায় নাই।

কোনও ভাবে যদি কন্যা শিশুটির ভূমিষ্ঠ লাভের সুযোগ হয়, তার উপর অবধারিত ভাবে আরোপিত হয় বৈষম্য। যদিও মেয়ে হয়ে জন্মের বিষয়ে কন্যা শিশুটি কিংবা তার জননীর ভূমিকা নিতান্তই তুচ্ছ, দেখা যায় যে কন্যার মুখ দেখে অন্যান্য আত্মীয় তো দূরের কথা, জন্মদাতা পিতার মুখও মলিন হয়ে ওঠে। পুত্র সন্তানের তুলনায় তার ভাগ্যে আদর যত্ন জোটে খুবই কম। পোষাক পরিচ্ছদ, আহার বিহার থেকে শুরু করে শিক্ষা-দান, সর্বক্ষেত্রে মেয়েটি কোন সুযোগ পায় না বললেই চলে। তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় নানা ধরনের বিধি নিষেধ। এটা করা যাবেনা, ওখানে যাওয়া যাবেনা, বাইরে খেলতে গেলেও তার ক্ষেত্রে গন্ডি বেধে দেয়া হয় অহরহ। অন্ধকার বিবরে মাথা গুঁজে পড়ে থাকাটাই যেন মেয়েটির নিয়তি।

বয়স বাড়লে মেয়েটির উপর কুদৃষ্টি পড়তে শুরু করে নানা জনের। বখাটেদের অত্যাচারে অনেক মেয়েকেই আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়াতে হয় মেয়ে হয়ে জন্মের অভিশাপকে। প্রায়ই দেখা যায় মেয়েদের অপহরণ নামক দুর্ভাগ্যের শিকার হতে, ধর্ষণের করুণ লাঞ্ছনা ভোগ করতে। এইতো মাত্র আজই পত্রিকায় পড়লাম যে একটি তিন বছরের বাচ্চা মেয়েও ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। যথেচ্ছাচারের সীমা বাড়তে বাড়তে কোন অতলে গিয়ে ঠেকেছে, এটাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভাগ্যগুনে এসব যদি তার কপালে না ঘটে, তবুও নিস্কৃতি নাই তার। বিয়ের সৌভাগ্য কোনমতে যদিও হয়, যৌতুকের কালো থাবা তার জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় অনেক সময়, মৃত্যুও ঘটে অত্যাচারে।

কর্ম জীবনেও মেয়েদের সম্মুখীন হতে হয় নানা প্রতিকুলতার। পদেপদে তাকে মোকাবেলা করতে হয় পুরুষ সহকর্মীদের অবহেলা ও বিরুদ্ধ আচরণের। রাস্তায় বেরুলেই তাকে মুখোমুখি হতে হয় নানা ধরনের অভব্য কর্মকান্ডের। এমনকি, গণ পরিবহনেও তাকে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। বাসের ড্রাইভার কন্ডাক্টর তো বটেই, তথাকথিত ভদ্রবেশী

যাত্রীরাও কম উত্যক্ত করেন না মহিলা যাত্রীদের। কোন ভাবেই মহিলা যাত্রীরা ন্যুনতম ভদ্রতার আশা করতে পারেন না কারো কাছ থেকেই। একটা উৎকট বৈষম্যের সাথে বসবাস করতে হয় মেয়েদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, মেয়েদের বাবার বাড়ি থাকে, শ্বশুর বাড়ি থাকে, কিন্তু কখনোই তার নিজের বাড়ি হয় না। শৈশবে সে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর আর বিগত যৌবনে পুত্রের মুখাপেক্ষি। কোন সময়েই সে তার নিজস্ব পরিচয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়না। এটাই বোধহয় এদেশে মেয়ে হয়ে জন্মানোর ভবিতব্য।

নিরাপত্তার দিক থেকে এদেশে বর্তমানে মেয়েরা একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছে যথেচ্ছাচারীদের অত্যাচারে। উত্যক্ত করণ, অপহরণ, ধর্ষণ, যৌতুকের জন্য অত্যাচার, হত্যা, কী নাই মেয়েদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের তালিকায় !! নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শণে, যথেচ্ছাচারীরা ওদের ভাষায়, সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই ভোগ করছে।

সংবিধানে এতো বিশদ ভাবে মেয়েদের তথা প্রতিটি নাগরিকের সম-অধিকার ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বিধান থাকলেও সমাজে সংসারে বা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন দেখা যায়না সম্ভবতঃ এই কারণে যে, আমরা যথেচ্ছাচারের হাতে শৃঙ্খলিত। যদি আমরা স্বাধীনতার মন্ত্রে সত্যিকার ভাবে বিশ্বাসী হতাম, যদি সর্বক্ষেত্রে মহান চেতনার পরিস্ফুটন ঘটাতে আগ্রহী হতাম, তবে হয়তো আমরা সংসার সমাজ রাষ্টযন্ত্র সর্বত্রই স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারতাম।

আসুন না, আমরা সবাই মিলে আমাদের স্বাধীনতার গৌরবময় মহান চেতনাকে আমাদের হৃদয়ে স্থান দেই, পৃথিবীতে একটি প্রশংসিত মহান জাতি হিসাবে পরিচিত হওয়ার জন্য আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করি।

জেনী চৌধুরী

লন্ডন ঃ ১২.০৩.২০০৬